গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
শাখা-সঞ্চয়
www.ird.gov.bd

বিষয়: জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডে বিনিয়োগ বিষয়ে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব/মতামতের উপর সিদ্ধান্তের জন্য ১১/০৪/২০১৮ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: জনাব মো: হুমায়ুন কবীর, যুগ্মসচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।
তারিখ: ১১/০৪/২০১৮ খ্রি:।
সময়: বেলা ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সভা কক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা নিম্নরূপ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। জনাব মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, পরিচালক (পলিসি), জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। জনাব মোহাম্মদ রাশেদুল আমীন, উপসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। জনাব মুহাম্মদ মনজুরূল হক, উপসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। জনাব সাদরিল আহমেদ, যুগ্ম-পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫। জনাব ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন, প্রথম সচিব (কর বিধি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬। জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপ-পরিচালক (পলিসি), জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন মেয়াদপূর্তির পূর্বে বন্ড নগদায়ন করত: মূল অর্থ বিদেশে প্রত্যাবাসনের সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড রুলস এর ৪(৭) ধারা ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড রুলস এর অনুরূপ ধারা পরিবর্তন; Revival of Loan Facilities against Wage Earners Development Bond (WEDB) ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ নগদায়ন করে ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড ক্রয়ের সুযোগ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বিভিন্ন সময়ে এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্তের জন্য অদ্যকার সভা আহবান করা হয়েছে। তিনি উপস্থিত সকল সদস্যকে উল্লিখিত বিষয়ে সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঘাটতি অর্থায়ন এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের পাশাপাশি সার্বিক প্রস্তাব বিবেচনা করে তাদের মতামত প্রদানের আহবান জানান।

০২। **আলোচ্য বিষয়: (১) ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড মেয়াদ পূর্তির পূর্বে নগদায়ন করত: মূল অর্থ বিদেশে প্রত্যাবাসনের সুযোগ প্রদান:**

আলোচনা: বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধিকে ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড নগদায়ন করে মূল অর্থ বিদেশ প্রত্যাবাসনের সুযোগ প্রদানের প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধি জানান যে, ১৯৮১ সালে যখন ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড রুলস প্রবর্তন করা হয় তখন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অনেক কম ছিল। ফলে বন্ডে বিনিয়োগকারীদের মূল অর্থ মেয়াদপূর্তির পূর্বে প্রত্যাবাসনের সুযোগ রাখা হয়নি। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অনেক। কাজেই মেয়াদপূর্তির পূর্বে বন্ড নগদায়ন করে মূল অর্থ প্রত্যাবাসনের সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে। তাছাড়া মেয়াদ পূর্তির পূর্বে বন্ড নগদায়ন করে মূল অর্থ বিনিয়োগকারীর বসবাসকারী দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ পর্যন্ত ১০টির মত আবেদন পাওয়া গেছে। বন্ড নগদায়ন করে মূল অর্থ বৈধভাবে প্রত্যাবাসনের সুযোগ প্রদান করা না হলে বিনিয়োগকারী হুন্ডির মাধ্যমে টাকা নিয়ে যাবে। ফলে সরকার রাজস্ব হারাবে। তবে ঢালাওভাবে এ সুযোগ প্রদান না করে কেস টু কেস সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে। এই বন্ডে বর্তমানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই নজরদারি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি জানান যে, ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড এ বিনিয়োগকৃত অর্থ আয়কর মুক্ত থাকে। এ বন্ডে বিনিয়োগকারীগণ অধিক মুনাফা পেয়ে থাকেন। তাছাড়া ওয়েজ আর্নার বন্ড বেনিফিশিয়ারিগণ ক্রয় করতে পারে। এতবিধ সুবিধার পরও মেয়াদপূর্তির পূর্বে মূল অর্থ বিদেশে প্রত্যাবাসনের সুযোগ প্রদান করা হলে তা ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড প্রবতর্নের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। তাছাড়া মেয়াদপূর্তির পূর্বে মূল অর্থ বিদেশে প্রত্যাবাসনের সুযোগ উন্মুক্ত করে দিলে ভূতুড়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। অনেকে কালো টাকা সাদা করে টাকা বিদেশে নিয়ে যাবে। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, জাতীয় সঞ্চয়পত্রকে সামাজিক সুরক্ষার একটি উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, এটি স্পষ্টতঃ সরকারের ঘাট্তি অর্থায়নের একটি উৎস। এ খাত হতে গৃহীত অর্থ সরাসরি সরকারের ঋণ এবং গৃহীত ঋণের বিপরীতে পরিশোধিত মুনাফা সরকারে সুদ ব্যয়ের খাত হতে নির্বাহ করা হয়। এখাতে বর্তমানে সুদের হার শতকরা ১০ ভাগের অধিক। পাশাপাশি, এ খাতে বিনিয়োগের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট হারে আয়কর রেয়াত পাওয়া যায়। তাই জাতীয় সঞ্চয়পত্রের প্রকৃত সুদের হার নির্ধারিত সুদের হার অপেক্ষা বেশি। পক্ষান্তরে, ব্যাংকিং খাত হতে সরকারের গৃহীত ঋণের সুদ ইন্সট্রুমেন্ট ভেদে ৩.৪৬% হতে ৮.৩৪%, যা জাতীয় সঞ্চয়পত্রের চেয়ে গড়ে প্রায় ৫%-এর অধিক। এ প্রেক্ষাপটে, সঞ্চয়পত্র হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমান দিন দিন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার বিপরীতে ব্যাংকিং খাত হতে ঋণ গ্রহণের পরিমান হ্রাস পাওয়ায় সরকারের সুদ বাবদ ব্যয় দিন দিন বেড়ে চলেছে। এমনকি অর্থ বছরের অধিকাংশ সময় সরকারের হিসাবে নগদ স্থিতির উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। এর ফলে সরকার ব্যাংকিং খাতের স্বল্প সুদের ঋণ গ্রহণের পরিবর্তে ইতঃপূর্বের গৃহীত ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি 'ব্যয়' ও 'ঝুঁকি' হ্রাস হলেও, এক্ষেত্রে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের উচ্চ সুদ এবং এ উৎসের প্রকৃতির কারণে উল্লিখিত মূলনীতি অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা ক্রমশঃ ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে। সঞ্চয়পত্রের অস্বাভাবিক বিক্রয়ের কারণে ইতোমধ্যে ট্রেজারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারী বাজার উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে, যার নেতিবাচিক প্রভাব সামগ্রিক আর্থিক খাতের উপর পড়ছে।

এ পরিপ্রক্ষিতে সঞ্চয়পত্রের বিধি সংশোধনের মাধ্যমে এ খাতে বিনিয়োগ আরো উৎসাহিত করা হলে সরকারের ঋণের সুদ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি অস্বাভাবিক হবে এবং ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। তাছাড়া, মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়নের মাধ্যমে মূল বিনিয়োগকৃত অর্থ বিদেশে ফেরতের সুযোগ দেয়া হলে বড় আকারের বিনিয়োগকারীগণ এ সুযোগ গ্রহণ করবে। এর ফলশ্রুতিতে, Refinancing Risk ও Foreign Exchange Risk-এর পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশংকা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, প্রকৃত রেমিটেন্স প্রেরণকারীগণ বিদেশে অর্থ ফিরিয়ে নেয় না, বরং বিদেশের কষ্টার্জিত আয় দেশে প্রেরণ করে। ফলে ওয়েজ আর্নার বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড সমূহের মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করে অর্থ বিদেশে ফেরত নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হলে রেমিটেন্স প্রেরণকারীগণ উপকৃত হবে না, বরং সরকারের ঋণ ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঝুঁকি বৃদ্ধির পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত ধনীক শ্রেণী লাভবান হবে। তাই জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিদ্যমান বিধি সংশোধন করা এ পর্যায়ে যৌক্তিক হবে না- মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি বিদ্যমান The Wage Earner Development Bond, 1981 (Amendment 2015) এর Rule 4(7) অনুযায়ী ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড মেয়াদ পূর্তির পূর্বে নগদায়নের কোন সুযোগ নেই মর্মে মতামত জানিয়ে সার্বিক বিবেচনায় বিদ্যমান ধারা পরিবর্তন করা সংগত হবে না মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত (ক): মেয়াদপূর্তির পূর্বে বন্ড নগদায়ন করত: মূল অর্থ বিদেশে প্রত্যাবাসনের সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড রুলস, ১৯৮১ এর ৪(৭) ধারা ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড রুলস এর অনুরূপ ধারা এ মুহূর্তে সংশোধনের কোন সুযোগ বা প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৩। আলোচ্য বিষয় (২): Revival of Loan Facilities against Wage Earners Development Bond (WEDB):

আলোচনা: Revival of Loan Facilities against Wage Earners Development Bond (WEDB) বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, ওয়েজ আর্নার বন্ড রুলসে বন্ড জামানত রেখে দেশীয় তফসিলী ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু দেশীয় তফসিলী ব্যাংক এর বিদেশস্থ শাখার হতে ঋণ প্রদানের কোন সুযোগ নেই। জনতা ব্যাংক এর দুবাই শাখা ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড জামানত রেখে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঋণ প্রদান করছে এবং এ বিষয়ে অনুমোদনের জন্য জনতা ব্যাংক হতে বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি জানতে চান যে, ঋণ নেয়ার সুবিধা প্রদান করা হলে রিপেই এর অর্থ কোথা হতে পরিশোধ করা হবে। তাছাড়া ব্যাংক গুলো যে দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে ঐ দেশের ব্যাংকিং সিস্টেমের নিয়ম অনুযায়ী বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করা উচিৎ। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি বলেন যে, লোন রিপেই অর্থ ডলারের মাধ্যমে দেশ থেকে পরিশোধ করা হবে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান রূল পরিবর্তন করে দেশীয় তফসিলী ব্যাংক এর বিদেশস্থ শাখা হতে ঋণ প্রদান এবং উক্ত ঋণ রিপেই এর অর্থ ডলারের মাধ্যমে দেশ হতে পরিশোধ করা হলে এর সার্বিক প্রভাব বিবেচনা করা প্রয়োজন মর্মে তিনি মতামত প্রদান করেন। উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত (খ): বাংলাদেশী ব্যাংক এর বিদেশস্থ শাখায় ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড জামানত রেখে ঋণ প্রদানের বিধিগত কোন সুযোগ নেই। সার্বিক বিবেচনায় এ পর্যায়ে এই বিধি পরিবর্তন করা উচিৎ হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৪। **আলোচ্য বিষয় (৩): ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ নগদায়ন করে ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড ক্রয়ের সুযোগ প্রদান:**

আলোচনা: ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ নগদায়ন করে ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড ক্রয়ের সুযোগ প্রদান প্রসংগে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধি জানান যে, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড রুলস, ২০০২ ও ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড রুলস, ২০০২ এর ৪(৬) ধারা এবং ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড রুলস, ১৯৮১ (সংশোধিত ২০১৫) এর ৪ (৭) ধার অনুযায়ী মেয়াদপূর্তিতে বন্ডসমূহ পুন:বিনিয়োগযোগ্য। অন্যথায় গ্রাহকধারক নগদায়নকৃত তার এফসি একাউন্টে জমাকরণ অথবা মেয়াদপূর্তিতে নগদায়নকৃত অর্থ বিদেশে প্রত্যাবাসন করতে পারে। কিন্তু এক বা একাধিক বন্ড নগদায়ন করে সেই অর্থের বিপরীতে অন্য বন্ড ক্রয় করা বিষয়ে বন্ড রুলসে কোন নির্দেশনা নেই। বিধায় এ বিষয়ে মতামতের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড কিনতে পারেন শুধুমাত্র ওয়েজ আর্নার-গণ কাজেই অন্য বন্ডের অর্থ দিয়ে ওয়েজ আর্নার বন্ড কেনার সুযোগ প্রদান করার কোন বিধিগত সুবিধা আছে বলে মনে হয় না মর্মে মতামত দেন। এ বিষয়ে সভাপতি জানান, প্রত্যেকটি বন্ড প্রবর্তনের সময় উক্ত বন্ডে বিনিয়োগকারীদের প্রকৃতি, তাদেরকে প্রদেয় সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন সার্বিকভাবে প্রণীত রূলস এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করবে মর্মে পর্যবেক্ষণ দেন। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করে এটি আরো গভীরভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন মর্মে এ পর্যায়ে এ ধরনের পরিবর্তন করা সংগত হবে না মর্মে জানান।

সিদ্ধান্ত (গ): ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড রূলস, ১৯৮১ (সংশোধিত ২০১৫) এর মূল উদ্দেশ্য বহাল রাখতে অন্য কোন বন্ডে বিনিয়োগকারীগণের অর্থ দিয়ে ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড ক্রয় করতে পারবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৬। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় অদ্যকার সভার সকল সদ্যকে তাঁদের মতামত, পর্যবেক্ষণ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভায়র সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(মো: হুমায়ুন কবীর)
যুগ্মসচিব
ও
সভাপতি

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৭.১৬. ১৩৮/১(৬)

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ: মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট)।
২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত সচিব, ডেট ম্যানেজমেন্ট অনুবিভাগ)।
৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ: সদস্য, কর নীতি)।
৪। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সঞ্চয়), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। উপসচিব (সঞ্চয়), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৫/০৪/১৮

(মো: আবদুল জব্বার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০২১৬